56

পাঠ্যবই ছাপার কাজ শেষ হয়নি ছাত্রছাত্রীরা এবার ভোগান্তিতে পড়বে

হকিকত জাহান হকি

মুদ্রণ কাজ শেষ না হওয়ায় প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের ছাত্রছাত্রীরা এবার যথাসময় পাঠ্যবই পাচ্ছে না। নির্ধারিত সময়ে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান মুদ্রণ কাজ শেষ করতে পারেনি বলে জানা গেছে। আজ ৩০ নভেম্বর প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের মোট ৮ কোটি ১৩ লাখ পাঠ্যবই ছাপার সর্বশেষ সময় নির্ধারিত ছিল। কিন্তু এ সময়ের মধ্যে ছাপার অগ্রগতি ২ শতাংশেরও কম। সংশ্লিষ্ট সূত্র জানান, জাতীয় শিক্ষাক্রম পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (এনসিটিবি) পরিকল্পনা অনুযায়ী চলতি বছরের ডিসেম্বরের প্রথম দিকেই এসব ছাত্রছাত্রীর হাতে নয়া শিক্ষাবর্ষের বই তুলে দেয়ার কথা। জানা গেছে, অক্টোবরের মাঝামাঝি সময়ে বেক্সিমকো গ্রুপের শুকতারা, ফ্রি এবং পুস্তকা প্রিন্টিং প্রেসসহ

পাঠ্যবই : পৃষ্ঠা : ২ কলাম : ৬

পাঠ্যবই : ছাপা

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

কিছু সংখ্যক প্রেসকে সর্বনিম্ন দরদাতা হিসাবে সমুদয় বই ছাপার কার্যাদেশ দেয়া হয়। সূত্র জানান, গত দেড় মাসে এসব প্রেসের ছাপার অগ্রগতি হয়েছে ২ শতাংশেরও কম। ফলে শিক্ষার্থীদের হাতে যথাসময়ে বই পৌঁছে দেয়া সম্ভব হচ্ছে না।

এনসিটিবির চেয়ারম্যান জানান, পরিকল্পনা অনুযায়ী ছাত্রছাত্রীদের হাতে বই পৌঁছে দেয়ার সময় এক মাস পিছিয়ে দিয়ে শিক্ষা বর্ষের শুরুতেই সারাদেশে বই পৌঁছানো সম্ভব হবে। তিনি বলেন, দ্রুত ছাপার কাজ শেষ করার জন্য সংশ্লিষ্ট প্রেস কর্তৃপক্ষকে বার বার তাগিদ দেয়া হচ্ছে। প্রতিদিন ছাপার কাজের মনিটরিং করা হচ্ছে। ছাত্রছাত্রীদের হাতে যথাসময়ে বই পৌঁছে দেয়ার জন্য শিগগিরই আরও কিছু সংখ্যক প্রেসকে ছাপার কাজের সঙ্গে জড়িত করা হবে।

মুদ্রণ শিল্প সমিতির নেতারা জানান, এনসিটিবি কর্তৃপক্ষের স্বজনপ্রীতি ও ভুল সিদ্ধান্তের কারণেই এ দুটি স্তরের ছাত্রছাত্রীদের বই ছাপার ক্ষেত্রে বিলম্ব, হতাশা, উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার সৃষ্টি হয়েছে। সমিতির নেতারা জানান, স্বজনপ্রীতি ও স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কারণেই এনসিটিবি কর্তৃপক্ষ বেক্সিমকো গ্রুপের ওইসব প্রেসসহ কিছু সংখ্যক প্রেসকে বই ছাপার কাজ দেন।

মুদ্রণ শিল্প সমিতির নেতারা আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেন, ছাপার কাজ এভাবে চলতে থাকলে পুরো বছরেও সংশ্লিষ্ট ছাত্রছাত্রীদের হাতে বই পৌঁছানো সম্ভব হবে না। তাদের মতে, বিলম্ব না করে এনসিটিবি কর্তৃপক্ষ অবশিষ্ট ৬শ' প্রেসকে ছাপার কাজ বন্টন করে দিলে আগামী ফেব্রুয়ারির প্রথম দিকেই ছাত্রছাত্রীদের হাতে বই পৌঁছে দেয়া সম্ভব হবে। তবে এনসিটিবি'র চেয়ারম্যান ড. তপন কান্তি চৌধুরী যুগান্তরকে জানান, ২০০১ শিক্ষাবর্ষের শুরুতেই অর্থাৎ জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহেই প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের ছাত্রছাত্রীদের হাতে পাঠ্য বই পৌঁছানো সম্ভব হবে।